দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 MAY 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষা

আজ থেকে ঢাকা ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পরিপ্রেক্ষিতে কুমিল্লা ও যশোহর বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। দুই বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে। কুমিল্লা ও যশোহর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বহু ছাত্রছাত্রী এবারকার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচনালগ্নে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করে প্রদত্ত এক বাণীতে আশা প্রকাশ করেছেন যে পরীক্ষার্থীরা এবার সকল প্রকার দুর্নীতি পরিহার করে চলবে। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে তার বাণীতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, দেশ ও সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে তাঁর সরকার কৃতসংকল্প।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এ বাণী এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে নিঃসন্দেহে। বিগত বছরগুলিতে শিক্ষাঙ্গনে কেবলই দুর্নীতি ও বিশৃংখলার প্রসার ঘটেছে। পুলিশ ডেকেও পরীক্ষার হলে নকলবাজি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। গোলাগুলি, শিক্ষক লাঞ্ছনা এবং দুর্নীতির ঘটনা অতীতে নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিক্ষাঙ্গনে এই দুর্নীতি বন্ধ করা না গেলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীই দুর্নীতির ঊর্ধ্বে—মুষ্টিমেয় কিছু পরীক্ষার্থী প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় নকলবাজিতে লিপ্ত হয়। তাদের অসঙ্গত আচার-আচরণের ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর সুনাম নষ্ট হয়।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আশা প্রকাশ করেছেন যে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থীরা দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি তুলে আমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছে আবেদন জানাতে চাই—তারা যেন গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দুর্নীতি পরিহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতি, পঠন-পাঠনে গলদ, স্বজনপ্রীতি এবং মূল্যবোধের অভাব এযাবৎকাল' দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়েছে। পরীক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির ভারে পরীক্ষা ব্যবস্থা এক রকম ভেঙেই পড়েছে। শিক্ষাঙ্গনকে এই দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতেই হবে।

এ ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি মূল্যবোধে আত্মস্থ হয় তাহলে নকলবাজি বহুলাংশে হ্রাস পেতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে মুক্ত করতে হলে সরকারকেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, পঠন-পাঠন পরিস্থিতির উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, নকলবাজি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সার্টিফিকেট-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার অর্থ ও মূল্যবোধই বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

আমরা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করি। শুধু পাস নয়, সততার পরীক্ষায়ও তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষায় কেউ ফেল করতে পারে কিন্তু সৎ থেকে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই বড় কথা।